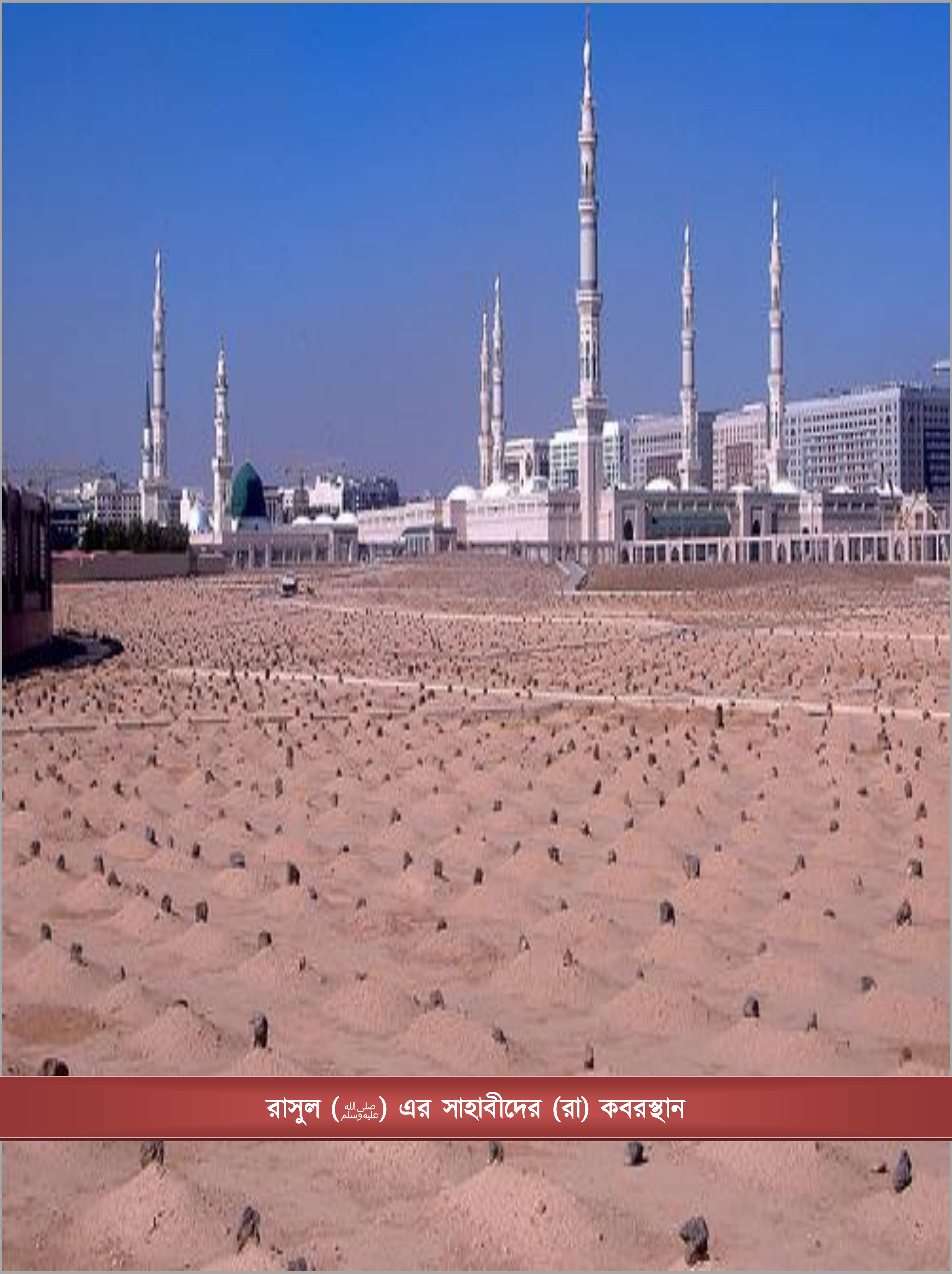


রাসুল (ﷺ) এর সাহাবীদের (রা) কবরস্থান

* কবর এক বিঘত পরিমান রেখে সমতল করে দেওয়াঃ

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, রাসুল (ﷺ) এর কবর এক বিগত উঁচু ছিল। [সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদিসঃ ৬৭৯১]

আবু-হায়াজ আল আসাদি বলেছেন: 'আলি ইবনে আবি ত্বালিব (রা) আমাকে বলেছেন, "তোমাকে কি আমি এমন একটি কাজে প্রেরণ করবো না যেটা নাবী (ﷺ) আমাকে প্রেরিত করেছিলেন? কোন মূর্তিকে যেনো আমি ধ্বংস না করে ছেড়ে না দেই, এবং কোন কবরকে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি সমতল করি। [ইফাঃ সহীহ মুসলিম, খণ্ডঃ ৩, অধ্যায়ঃ কিতাবুজ জানায়িজ, হাদিসঃ ২১১৫, সুনান তিরমিযী, খণ্ডঃ ৩, অধ্যায়ঃ কাফন-দাফন, পরিচ্ছেদঃ কবর সমান করে দেওয়া, পৃষ্ঠাঃ ৩৪০, হাদিসঃ ১০৪৯, আবু দাউদ, খণ্ডঃ ৪, অধ্যায়ঃ কিতাবুজ জানায়িজ, পরিচ্ছেদঃ কবর সমতল করা, পৃষ্ঠাঃ ৩০৫, হাদিসঃ, এবং সুনান নাসাঈঃ খণ্ডঃ ২, অধ্যায়ঃ জানাজা পর্ব]

সুমামাহ ইবনে শুফায় বলেছেন: আমরা ফাদালাহ ইবনে উবায়েদের সাথে রোমের রোদস ভূমিতে ছিলাম যখন আমাদের একহন সাথী মারা যায়। ফাদালাহ ইবনে উবায়েদ আমাদেরকে আদেশ করলেন যেন তার কবরকে সমতল করা হয়। তিনি তারপর বলেছেন, "আমি নাবী (ﷺ) কে আদেশ করতে শুনেছি কবরকে সমতল করার জন্য। [ইফাঃ সহীহ মুসলিম, খণ্ডঃ ৩, অধ্যায়ঃ কিতাবুজ জানায়িজ, হাদিসঃ ২১১৪, সুনান নাসাঈঃ খণ্ডঃ ২, অধ্যায়ঃ জানাজা পর্ব, পৃষ্ঠাঃ ৫৭৯] এইভাবে এটা ছিল আলি (রা) এবং ফাদালাহ (রা) এর মত, যেমনটা ছিল উসমান ইবনে আফফানের (রা), যেমনটি বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ ইবনে শুরাব্বিল (রা) যে, "উসমান বের হয়েছিলেন কবর সমতল করার আদেশ দেয়ার জন্য। সকল কবর সমতল করা হয়েছিল শুধু উম্ম আমরের কবর ছাড়া (উসমানের মৃত স্ত্রী), তাই সে বললেন, "এটা কিসের কবর?" তারা বললেন, "এটা উম্ম আমরের কবর"। তাই সে আদেশ করলেন এটাকেও সমতল করার জন্য। [ইবনে আবি শায়বাহ, আল মুসান্নাফ (৩/২৮/১১৭৯৫)]

আবু মিজাস (রহ) বলেছেন, "কবর সমতল করা হচ্ছে সুন্নাহ।" [ইবনে আবি শায়বাহ, আল মুসান্নাফ (৩/২৮/১১৭৯৮)]

ইছহাক ইবনে রাহওয়াহাহ (রহ) বলেছেন, "সুন্নাহ হচ্ছে যে কবরকে সমতল করে ফেলা, যদি না এটা সামান্য উচু করা থাকে"। [আল কাওসাজ, মাসাইল আহমাদ ওয়া ইছহাক (৩/১৪০২/৮২৬)]

ইমাম হাফিয ইবনুল কাইয়্যুম (রহ) বলেন, কবর পাকা করা, চুনকাম করা, কবরে নাম লিখা, কবর উঁচু করা, কবরের উপর মসজিদ বা সমাধি (মাজার) বানানো বিদআত এবং মাকরুহ তথা সুন্নাহ পরিপন্থী কাজ। [যাদুল মা'আদঃ খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩২০ (ইফা)]

* কবর পাকা ও চুনকাম না করা, কবরের গায়ে না লেখা, কবরের দিকে ফিরে সলাত আদায় না করা, কবরের উপর না বসাঃ

রাসুল (ﷺ) বলেন, “যেন কবর পাকা (বা টাইলস) করা না হয়, তার উপর বসা না হয় এবং তার উপর ঘর নির্মাণ করা না হয়”। ইমাম তিরমিযী বলেন: “কবর পাকা করা, তার উপর লিখা, তার উপর নির্মাণ করা এবং তা পায়ে পিষ্ট করতে নিষেধ করেছেন”। নাসাঈর শব্দ হচ্ছে: “কবরের উপর নির্মাণ করা অথবা তার উপর বৃদ্ধি করা অথবা তা পাকা করা অথবা তার উপর লিখা থেকে নিষেধ করেছেন”। [ইফাঃ সহীহ মুসলিম, খণ্ডঃ ৩, অধ্যায়ঃ কিতাবুজ জানায়িজ, হাদিসঃ ২১১৭, ২১১৮, আবু দাউদ, খণ্ডঃ ৪, অধ্যায়ঃ কিতাবুজ জানায়িজ, পরিচ্ছেদঃ কবরের উপর বসা, হাদিসঃ ৩২১৪, ৩২১৫, সুনান নাসাঈঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৫৭৮।]

জাবির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, “রাসুল (ﷺ) কবরে চুনা লাগাতে, তাতে লিখতে এবং এর উপর ঘর নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন। [ইফাঃ সুনান তিরমিযী, খণ্ডঃ ৩, অধ্যায়ঃ কাফন-দাফন, পরিচ্ছেদঃ কবরে চুনা ব্যবহার করা, হাদিসঃ ১০৫২ এবং সুনান নাসাঈঃ খণ্ডঃ ২, অধ্যায়ঃ জানাজা পর্ব]

আবূ মারসাদ গানাভী (রাঃ) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন তোমরা কবরের উপরে বসো না এবং তা সামনে রেখে সালাত আদায় করো না। [সহীহ মুসলিম, জানাজা অধ্যায়, হাঃ ২১২২, ২১২৩ (ইফা), আবু দাউদঃ ৩২১৫ (ইফা), মিশকাত হা/১৬৯৮]

* মহিলাদের কবর যিয়ারত করতে না যাওয়া, কবরের উপর মসজিদ ও আলোকসজ্জা না করাঃ

ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, “রাসুল (ﷺ) কবর যিয়ারতকারী মহিলাদের, যারা তার উপর মসজিদ নির্মাণ ও আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করে তাদের লানত দিয়েছেন। [সহীহ ইবনে হিব্বানঃ হাদিস-৩২৫৮, ৩২৫৯] “মহান আল্লাহ কবর যিয়ারতকারী মহিলাদের লানত দিয়েছেন এবং যারা তার উপর মসজিদ নির্মাণ ও আলোকসজ্জা ব্যবস্থা করে তাদের। [ইফাঃ সুনান তিরমিযী, খণ্ডঃ ৩, অধ্যায়ঃ কাফন-দাফন, পরিচ্ছেদঃ মহিলাদের কবর যিয়ারত, পৃষ্ঠাঃ ৩৪৬, হাদিসঃ ১০৫৬, আবু দাউদ, খণ্ডঃ ৪, অধ্যায়ঃ কিতাবুজ জানায়িজ, পরিচ্ছেদঃ মহিলাদের কবর যিয়ারত, পৃষ্ঠাঃ ৩১২, হাদিসঃ ৩২২২।]

* কবরকে উৎসবের স্থান না বানানো (যেমনঃ উরশ পালন ইত্যাদি):

নবী (ﷺ) বলেন, ‘তোমরা নিজেদের ঘরকে কবর বানিয়ো না। (অর্থাৎ কবরের মতো ইবাদত-বন্দেগী শূন্য করো না) এবং আমার কবরকে উৎসবের স্থান বানিয়ো না। বরং আমার প্রতি দরূদ পড়। কেননা তোমরা যেখানেই থাক না কেন তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছবে।’ [আবু দাউদ, হাদীসঃ ২০৩৮ (ইফা); মুসনাদে আহমাদ (২/৩৬৮)]

রাসুল (ﷺ) আরও বলেন, “হে আল্লাহ! তুমি আমার কবরকে এমন মূর্তি-বিগ্রহ বানাবে না, যার ইবাদত করা হয়। মহান আল্লাহর অধিক ক্রোধ আপতিত হয়েছে ঐ জাতির প্রতি যারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানায়।” [মুয়াত্তা ইমাম মালেক (১/১৮৫); মুসনাদে আহমাদ (২/২৪৬)]

যারা এরুপ মত পোষণ করেছেনঃ [উল্লেখ্য: এ ব্যাপারে যেহেতু রাসুল (ﷺ) এর আদেশ, সাহাবাদের (রা) আমল সুস্পষ্ট প্রমাণিত, তাই এক্ষেত্রে কেউ দ্বিমত পোষণ করলেও তা বাতিল]

ইমাম আবু হানিফা (রহ) মৃত্যু ১৫০ হিজরী সন-[কিতাব আল আছারঃ ১২৬পৃষ্ঠা]

ইমাম মালিক (রহ) মৃত্যু ১৭৯ হিজরী সন-[আল মুদুওয়ানাহ আল কুবরাঃ ১/১৭০]

ইমাম শাফেয়ী (রহ) মৃত্যু ২০৪ হিজরী সন-[কিতাব আল উম্মঃ ১/২৭৭]

ইমাম হাসান আল বসরী (রহ) মৃত্যু ১১০ হিজরী সন-[মু'আসসাসা ফিকহ আল হাসান আল বসরীঃ ২/৭৭৩, আল মুহাল্লাঃ ৫/১৩৩]

ইমাম জাফর সাদিক (রহ) মৃত্যু ১৪৮ হিজরী সন-[তাহযীব উল আহকামঃ ১/৪৬১, আল ইসতাবসারঃ ১/৪৮২]

ইমাম নববী (রহ) মৃত্যু ৬৭৭ হিজরী সন-[শারহ সহীহ মুসলিমঃ ৭/৩২, আল মাজমুঃ৫/২৯৬]

শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী (রহ) মৃত্যু ৫৬১ হিজরী সন-[গুনিয়াতুত ত্বলেবীনঃ ৬৪০পৃষ্ঠা]

আল্লামা ইবনে রুশদ আল কুরতুবী (রহ) মৃত্যু ৫৯৫ হিজরী সন-[বিদায়াতুল মুজাহিদঃ ১/৪৪৯, আল বিদায়া ওয়াত-তাহসীলঃ ১৮/৪৪৪-৪৪৫]

আল্লামা ইবনে কুদামাহ আল মাকদিসী (রহ) মৃত্যু ৬২০ হিজরী সন-[আল মুঘনীঃ ৩/৪৩৯]

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহ) মৃত্যু ১০১৪ হিজরী সন-[মিরকাত শারহ মিশকাতঃ ১/৪১৪, ২/২০২, ২/২২৮, ৩/১২১৭]

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হানাফী (রহ) মৃত্যু ৮৫৫ হিজরী সন-[রুমজ আল হাকাঈক শারহ কুনযঃ ১/৬৭, আল বিনায়া শারহ হিদায়াঃ ৩/৩০২, ৩০৩]

আল্লামা কাযী আয়াজ (রহ) মৃত্যু ৫৫৪ হিজরী সন-[আশ-শিফা বিত-তা'রীফ হুকুক আল মুস্তাফাঃ ২/৬৭৬]

আল্লামা আলুসী (রহ) মৃত্যু ১২৭০ হিজরী সন-[রুহুল মা'আনীঃ ১৫/২৩৮]

ইবরাহীম আন নাখায়ী (রহ) মৃত্যু ৯৬ হিজরী সন

ইমাম মুহাম্মাদ শায়বানী (রহ) মৃত্যু ১৮৯ হিজরী সন-[কিতাব আল আছারঃ ২৫১পৃষ্ঠা, কিতাব আল আছলঃ ১/৪২২, আল জামি আস সাগীরঃ ১১৮পৃষ্ঠা]

কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী হানাফী মৃত্যু ১২২৫ হিজরী সন-[মালা বুদ-মিনহুঃ পৃষ্ঠা-৬৭, ইরশাদুত তালিবীন, পৃষ্ঠা-২০]

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী মৃত্যু ১২৫২ হিজরী সন-[রুদ্দুল মুখতার শারহ দুররুল মুখতারঃ ১/৬০১]

আল্লামা মারঘিনানী হানাফী মৃত্যু ৫৯৩ হিজরী সন-[হিদায়াঃ ২/১০০, ফাতহুল কাদীর]

আল্লামা ইবনে আল হুমাম (রহ) মৃত্যু ৮২১ হিজরী সন-[ফাতহুল কাদীরঃ ২/১০০, ১০১, শারহ হিদায়া]

আল্লামা আবদুল্লাহ বিন আহমাদ আন নাফাসী আল হানাফী মৃত্যু ৭১০ হিজরী সন-[কুনযুদ দা'আইক মা'আল বাহর আর-রা'ঈকঃ ২/১৯৪]

আল্লামা ইবনে নাজিম উদ্দীন হানাফী মৃত্যু ৯৭০ হিজরী সন-[কুনযুদ দা'আইক মা'আল বাহর আর-রা'ঈকঃ ২/১৯৪]

আল্লামা কাযী খান হানাফী মৃত্যু ৫৯৬ হিজরী সন-[ফাতওয়া কাযী খানঃ ১/৯৩]

ফাতওয়া আলমগিরীঃ ১/১৬৬

ফাতওয়া তাতারখানিয়্যা

শারহ জামে আস সগীর

আল মুয়াম্মারাত

আল্লামা আলাউদ্দীন আল হাসাকাফী মৃত্যু ১০৮৮ হিজরী সন-[দুররুল মুখতারঃ ১/১২৫]
আল্লামা আলাউদ্দীন আল কাসানী মৃত্যু ৫৮৭ হিজরী সন-[বাদাই’আ আস-সানাই’আঃ ১/৩৭২]
কাযী ইবরাহীম আল হালাবী হানাফী মৃত্যু ৯৫৬ হিজরী সন-[হালাবী আল কাবীরঃ ৫৯৯]
আল্লামা সিরাজউদ্দীন হানাফী মৃত্যু ৭৭৩ হিজরী সন-[ফাতওয়া সিরাজিয়্যাহঃ ২৪ পৃষ্ঠা]
আল্লামা আবু লাইছ সমরখন্দী মৃত্যু ৩৭৩ হিজরী সন-[ফাতওয়া আন-নাওয়াযীলঃ ৮২ পৃষ্ঠা]
আল্লামা আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল কুদুরী হানাফী মৃত্যু ৪২৮ হিজরী সন-[কুদুরীঃ ৬০ পৃষ্ঠা]
আল্লামা আবু বকর ইবনে আলী আল-হাদ্দাদ আল ইয়েমেনী (রহ) ৮০০ হিজরী সন-আল জাওহিরাহ আন-নায়রাহঃ ১/১৩৩]
আল্লামা উবাইদুল্লাহ ইবনে মাসউদ হানাফী মৃত্যু ৭৪৭ হিজরী সন-শারহ ওয়কাইয়াহঃ ১/২৪০]
আল্লামা আত-তাহতাবী মৃত্যু ১২৩১ হিজরী সন-[মারাকী আল ফালাহ আলা শারহ নুর আল-আইদাহঃ ৩৩৫ পৃষ্ঠা]
আল্লামা সাইয়িদ মুর্তাজা আয-যুবাইদী মৃত্যু ১২০৫ হিজরী সন-[উক্বুদ আল মুনিফাহ ফী আদিল্লাহ মাযহাব আল ইমাম আবী হানিফাঃ ১/১০৩]
আশ শারাখসী হানাফী মৃত্যু ৫৭১ হিজরী সন-[মাবসুতঃ ২/৬২]
কাজী ইবরাহীম হানাফী – [মাজালিস উল আবরারঃ প্রিস্থা-১২৯]
আল্লামা আলাউদ্দীন আস-সমরখন্দী মৃত্যু ৫৩৯ হিজরী সন-[তুহফাতুল ফুকাহাঃ ১/৪০০]
আল্লামা আলাউদ্দীন তুর্কমানী মৃত্যু ৭৪৫ হিজরী সন-[আল জাওহার আন নাক্বী আলা বাইহাকীঃ ৪/৩]
ইমাম মুযানী (রহ) মৃত্যু ২৬৪ হিজরী সন-[মুখতাসার আল মুযানীঃ নং-৩৭]
আল্লামা ইবনে হাজার আল হাইছামী মাকী (রহ) মৃত্যু ৯৭৪ হিজরী সন-[আয-যুয়াজীর ফী ইক্তিরাব আল কাবাইরঃ প্রিস্থা-১৬৩]
আল্লামা আব্দুল ওয়াহহাব শারানী (রহ)-[খাশফ আল ঘুম্মাহ আন জামে’আ আল উম্মাহঃ ১/১৪৯]
শায়খ আব্দুল হক্ক দেহলভী হানাফী (রহ)-ইশা আল লামা’আত শারহ মিশকাতঃ ১/৭৬৩, মুদাররিজ আন নবুওয়াহঃ ২/৪২৪]
শায়খ মুজাদ্দিদ আল-ফেসানী হানাফী (রহ)-[যুবদাতুল মাকামাতঃ পৃষ্ঠা-২১০]
শায়খ কুতুব উদ্দীন দেহলভী হানাফী (রহ)-মাজাহিরুল হাক্কঃ ২/৮৫]
ইমাম সুফিয়ান আস সাউরী (রহ) মৃত্যু ১৬১ হিজরী সন-[মু’আসসাসা ফিকহ সুফিয়ান আস সাউরীঃ ১/৬৮১-৬৮২, মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাকঃ ৩/৫০৬]
ইমাম কাইসান (রহ)-[মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাকঃ ৩/৫০৬ নং-৬৪৯৩]
ইমাম তাউস ইবনে কাইসান (রহ) মৃত্যু ১০৬ হিজরী সন-[মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাকঃ ৩/৫০৬ নং ৬৪৯৫]
আল্লামা আল হজউয়ী হাম্বলী এবং আল্লামা আল বুহতী (রহ)-[আর রাউদ আল মুরাবী বি শারহ যাদ আল মুস্তাকনীঃ ১/১০৪-১০৫]
আল্লামা আলাউদ্দীন আল মারদাউয়ী (রহ)-আল ইনসাফ ফী মা’রিফাহ আর-রাজী মিন খিলাফ আ’লা মাযহাব আল ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলঃ ২/৫৪৯]
কাজী আবু সুজ’আহ আল আস্ফাহানী (রহ)-[মতন আল ঘায়াহ ওয়াত তাকরীবঃ পৃষ্ঠা-১৪]

আল্লামা আবু মুজাফফর ইবনে হাবীরাহ (রহ)-[আল-ইফসাহ আন মা'আনী আস সিহাহ ফিল-ফিকহ আলাল মাযহাব আল-আরবা'আঃ ১/১৫৬]
আবুল হাসান মুসা খাদিম (রহ) মৃত্যু ১৮৩ হিজরী সন-[তাহযীব উল আহকামঃ ১/৪৬১, আল ইসতাবসারঃ ১/২১৮৭]
আল্লামা মুহাম্মাদ বিন জামাল উদ্দীন (রহ) মৃত্যু ৭৮৬ হিজরী সন
আল্লামা আবু জাফর তুসী (রহ) মৃত্যু ৪৬০ হিজরী সন-[আল মাবসুত আল ফিকহ আল ইমামিয়্যাহঃ ১/১৮৭]

কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী হানাফী বলেন, ওলী-বুযুর্গের কবর উঁচু করা, তাতে গম্বুজ বানানো, ওখানে ওরস ইত্যাদি করা, বাতি জ্বালানো, এসব কাজ বিদআত। এর কোনোটা হারাম, কোনোটা মাকরূহ। আল্লাহর পয়গম্বর (ﷺ) কবরে বাতি প্রজ্বালনকারীদের ও সিজদাকারীদের লা'নত করেছেন এবং বলেছেন, আমার কবরকে ঈদ ও মসজিদ বানাবে না। মসজিদে সেজদা করা হয় আর ঈদের দিন সমবেত হওয়ার নির্ধারিত দিন। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) হযরত আলী রা.-কে এ উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলেন যে, তিনি যেন উঁচু কবরগুলোকে সমান করে দেন। আর যেখানেই কোনো চিত্র দেখেন তা মুছে ফেলেন। [ইরশাদুত তালিবীন, পৃষ্ঠা-২০]

আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ﷺ) যে রোগে ইন্তিকাল করেছিলেন, সে রোগাবস্থায় তিনি বলেছিলেন: ইয়াহুদী ও নাসারা সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহর লা'নত, তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। আয়িশা (রা) বলেন, সে আশংকা না থাকলে তাঁর (ﷺ) কবরকে উন্মুক্ত রাখা হত, কিন্তু আমার আশংকা যে, (খুলে দেয়া হলে) একে মসজিদে পরিণত করা হবে। [সহীহ বুখারীঃ ১২৪৯ (ইফা)]



কবরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া রাসুল (ﷺ) এর সুন্নাহ